65

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিশেষ প্রক্রিয়ায় ডাকসু'র নেতা হওয়া বন্ধ করতে হবে

গত ২৭শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় ডাকসু'র গঠনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে মেয়াদ শেষের দীর্ঘ সাত বছর পর ডাকসু কমিটি আপনা আপনি ভেঙে যায়। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেছে। সংশোধনীর নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে ডাকসু'র নতুন নির্বাচন হওয়ার কথা। অবশ্য উপাচার্য ঘোষণা করেছেন, অক্টোবর–নভেম্বর মাসে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

দীর্ঘ সাত বছর পর রাহুমুক্ত হওয়ায় সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সকল মহলই মনে করছে যে, নতুন নিয়মের ফলে ডাকসু নির্বাচনে কিছুটা হলেও নিয়মানুবর্তিতা ফিরে আসবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং ডাকসু তৎপরতায় একটা সুস্থতা ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বাদ সেধেছে 'আদু ভাই' ছাত্র নেতারা। সিন্ডিকেটের সংশোধনী অনুযায়ী 'অছাত্র' ছাত্রনেতারা ডাকসু'র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না; ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকসুর নেতৃত্বও চলে যাবে। সিন্ডিকেটের এই সিদ্ধান্ত সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছে। দুরাত্মার যেমন দলের অভাব নেই, তেমনি আদু ভাই ছাত্র নেতাদেরও দলের অভাব নেই। বড় দুটি ছাত্র সংগঠন শর্ত দিয়েছে সংগঠন দুটোর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে যাদের ছাত্রত্ব নেই তাদেরকে 'বিশেষ প্রক্রিয়ায়' ছাত্রত্ব দেয়া হলে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়া শীর্ষস্থানীয় বয়স্ক ছাত্রনেতাদেরকে রাজনৈতিক কারণে খুশি করার জন্য '৮৯ সালে তদানীন্তন উপাচার্য 'বিশেষ প্রক্রিয়ায়' ছাত্রত্ব দেয়ার ব্যবস্থাটি চালু করে গেছেন। সাবেক উপাচার্যের এই নিন্দিত ও ধিকৃত সিদ্ধান্তটি দীর্ঘ ৯ বছর ধরে 'ডাকসু'কে কলুষিত করে আসছে। এখন আবার অছাত্র ছাত্রনেতারা অন্যায় দাবি তুলেছেন 'বিশেষ প্রক্রিয়ায়' ছাত্রত্ব দেয়ার– যাতে তাদের ক্লাস করতে হবে না, পরীক্ষাও দিতে হয় না। এই বিশেষ ছাত্রত্বের উদ্দেশ্য যে শিক্ষা নয় সেটা সহজেই বোধগম্য। ছাত্র সংগঠনগুলোর শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছাত্রত্বের দাবি কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

ডাকসু নিয়মিত ছাত্রদের জন্যই, ৬০% ও ৪০% ভাগ–বাটোয়ারাকারী তথাকথিত ছাত্র নেতাদের জন্য নয়, সন্ত্রাসীদের জন্য নয়। যদি এদের জন্য ডাকসু হয়, তবে ডাকসু না থাকাই ভাল।

শোনা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর বিভিন্ন মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে অছাত্র শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতাদের বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছাত্রত্ব দেয়ার জন্য। যারা চাপ সৃষ্টি করছে তারা আবার গণতন্ত্রের দাবিদার। যে দুটি ছাত্র সংগঠনের নেতারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছাত্রত্ব দাবি করছে সেই দুটো সংগঠনই বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলেরই অঙ্গ সংগঠন। একদিকে গণতন্ত্র বলে চিৎকার করা, অন্যদিকে অগণতান্ত্রিক পন্থায় ডাকসু কুক্ষিগত করে রাখার এই পরিকল্পনা কোনভাবেই গণতন্ত্রের পক্ষে হতে পারে না, বরং গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক।

বর্ষীয়ান ছাত্রনেতাদের ডাকসু নেতা হওয়ার খায়েশ যে কোন স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা প্রসূত নয়, তা এতদিনের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা গেছে। আসলে ডাকসুকে ব্যবহার করে সম্পদশালী হওয়ার জন্য নানাভাবে টু–পাইস ইনকাম করাটাই লক্ষ্য। 'ডাকসু'র নেতা থাকাটা সেজন্য জরুরি। ছাত্রনেতাদের কথা থেকেই সেটা বোঝা গেছে। একজন তো বলেই ফেলেছেন, তারা যে এতদিন পরিশ্রম করেছেন নির্বাচন করতে না পারলে তা বৃথা যাবে। অর্থাৎ এতদিন অন্যেরা 'খেয়েছে', পরিশ্রম করেছে বলে এখন তাদেরও খেতে হবে। বিশেষ প্রক্রিয়ার নামে দুর্নীতির এই ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। কারো 'করে খাওয়ার' জন্য ডাকসু'র প্রতিষ্ঠা হয়নি। এই পেশাদার ছাত্রনেতাদের যুক্তির বহর দেখলে অবাক হতে হয়। ডাকসু'র জন্য নাকি বয়স্ক নেতৃত্ব দরকার; 'দুধের বাচ্চা' দিয়ে ডাকসু'র নেতৃত্ব নাকি চলবে না। আসল কথা হচ্ছে ডাকসু নেতৃত্বে থাকতে না পারলে ছাত্রনেতৃত্ব শেষ এবং ছাত্রনেতৃত্বের পরিসমাপ্তি মানে অর্থ উপার্জনের সন্ত্রাসী রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়া। 'ডাকসু'কে ব্যবহার করে অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ করার এখন সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

চা